সংবাদ

তারিখ 19 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

চট্টগ্রামের ৯ সরকারি স্কুলের চিত্র

ভর্তির নামে কোচিং ব্যবসায় শিক্ষকদের আয় লাখ লাখ টাকা

চট্টগ্রাম ব্যুরো

বন্দর নগরী চট্টগ্রামের ৯ সরকারি স্কুলে ভর্তি বাণিজ্যের খবর ফাঁস হওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা বোর্ড। গত ১৭ জানুয়ারি 'সংবাদ'-এ সরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি বাণিজ্য বিষয়ক একটি খবর প্রকাশিত হলে প্রশাসনসহ শহরজুড়ে শুরু হয় তোলপাড়। অভিযুক্ত স্কুলের শিক্ষকদের প্রশাসন তলব করে তাদের কাছ থেকে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চায় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। এদিকে ভর্তি বাণিজ্যের পর এখন বেরিয়ে আসছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। চট্টগ্রামের সরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি বাণিজ্যের পাশাপাশি এখন কোচিং ব্যবসার নামে চলছে প্রতারণা। কোচিংয়ের মাধ্যমে সরকারি স্কুলগুলোতে ছাত্র ভর্তি করে দেয়ার নামে সরকারি স্কুলের কিছু অসাধু শিক্ষক অভিভাবকদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিভাবকরা বলেন, তারা আমাদের সন্তানদের ভর্তি করিয়ে দেয়ার নামে কোচিংয়ে ভর্তি হতে বলে। কিন্তু পরীক্ষা শেষে ফলাফলে দেখা গেছে, আমাদের সন্তানরা অপেক্ষমাণ তালিকায়ও নেই। এছাড়া কিছু সাংবাদিকও এ ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত বলে তারা অভিযোগ করেন।

গতকাল চট্টগ্রাম কলেজিয়েট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ডা. খাস্তগীর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ

চিত্র : পৃঃ ২ কঃ ৬

চিত্র : ভর্তি

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বালক বিদ্যালয়, সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে গিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে এসব খবর জানা যায়। অভিভাবকরা অভিযোগ করে বলেন, ভর্তি পরীক্ষার আগে এসব স্কুলের শিক্ষকরা কোচিংয়ে আমাদের সন্তানদের ভর্তির কথা বলে। কোচিংয়ে পড়লে ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান পাওয়ার চান্স শতভাগ বলেও এসব শিক্ষক দাবি করেছিল। অভিভাবকরা আরও জানান, এক ব্যাচে ৩০ থেকে ৪০ জন ছাত্র পড়ায় তারা। কিন্তু পরীক্ষা শেষে দেখলাম মেধা তালিকায় দূরে থাক আমাদের সন্তানদের নাম অপেক্ষমাণ তালিকাতেও নেই। আর এ কোচিংয়ের নামে শিক্ষকরা হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। কলেজিয়েট স্কুলের কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বললে তারাও স্বীকার করে এ প্রতারণা ব্যবসার কথা। তারা বলেছে, আমাদের স্কুলে জাহেদ, মোর্শেদ, আলিম, আফসার, নুরুল আলম কুতুবী ও বোরহানসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক এ প্রতারণা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এছাড়াও নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ে মোজাম্মেল হক নামে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের এক শিক্ষক স্কুলের হোস্টেলেই চালিয়ে যাচ্ছেন তার এ কোচিং ব্যবসা। এছাড়াও খাস্তগীর স্কুলের মজিদ নামে এক শিক্ষকের নাম ছাড়া অন্য কারও নাম জানা যায়নি।

এ ব্যাপারে কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. আজিজ উদ্দিনের সঙ্গে কথা বললে তিনি কোচিং ব্যবসার কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, এটা রাষ্ট্রীয়ভাবে বন্ধ না করলে আমরা কিছুই করতে পারব না। তবে আমার স্কুলে এ ব্যবসা কেউ করে না। শিক্ষকরা তাদের বাসায় কোচিং করায়। তিনি তার স্কুলের ব্যবসায় ও শিক্ষা বিভাগের আফসার নামে এক শিক্ষকের স্কুলে কোচিং ব্যবসার কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, ভর্তির নামে এসব শিক্ষকের প্রতারণার বিষয়টি কেউ যদি অভিযোগ করে তবে তিনি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন।

নাসিরাবাদ স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক আমেনা খাতুন নিজে এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে স্বীকার করেন। তবে তিনি ভর্তির নামে প্রতারণার বিষয়টি অস্বীকার করেন।